MAR. 1 [redacted]

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ... ২ ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুল প্রশ্ন ও ফল কেলেঙ্কারি ॥ ব্রজমোহন কলেজের দেড় শ' ছাত্রের ভাগ্য অনিশ্চিত

শওকত মিলটন, বরিশাল থেকে ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খামখেয়ালির কারণে ব্রজমোহন কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রায় দেড় শ' ছাত্রের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। নিজেদের করা সিলেবাস না মেনে খেয়াল খুশিমতো প্রশ্ন করায় ছাত্ররা হয়রানির শিকার হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে নিজেদের দেয়া নির্দেশ নিজেরাই উপেক্ষা করে ছাত্রদের জীবন অনিশ্চিত করে তুলেছে। এ ঘটনায় ব্রজমোহন কলেজ এখন উত্তপ্ত। ছাত্ররা মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমনকি তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মী ক্যাম্পাসে এলে তাকে লাঞ্ছিত করা হবে। এ তথ্য কলেজ সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

বাকসু জিএস নৃপেন্দ্রকুমার দাস নিপু, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খামখেয়ালিতে ছাত্রদের ক্ষুব্ধতার কথা স্বীকার করেন। তিনি মন্তব্য করেন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের যে ফল কেলেঙ্কারি ঘটেছে তার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় '৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স পার্ট-২ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৬ জুলাই ২০০০ তারিখে। পার্ট-২-এর ২য় পত্রের সিলেবাস অনুযায়ী বিষয় ছিল 'গবেষণা পদ্ধতি ও মনোগ্রাফ।' এ বিষয়ের তাত্ত্বিক পরীক্ষার পূর্ণমান ৭৫ এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার পূর্ণমান ছিল ২৫। কিন্তু পরীক্ষার দিন প্রশ্নপত্র হাতে পাবার পর ছাত্রদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আসে ২য় পত্রের 'গবেষণা পদ্ধতি' এবং ৩য় পত্রের 'সামাজিক পরিসংখ্যান' মিলিয়ে। ফলে ছাত্ররা হৈচৈ শুরু করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে। তারা তাদের ভুল স্বীকার করে। ঐ প্রশ্নপত্রের পুরনো সিলেবাস অনযায়ী আরও একটি অংশ ছিল 'ক্যাজুয়াল' পরীক্ষার্থীদের জন্য। যদিও এ কলেজে কোন 'ক্যাজুয়াল' পরীক্ষার্থী ছিল না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য প্রশ্নপত্রের নতুন ও ক্যাজুয়াল সিলেবাস থেকে যে কোন ৫টির উত্তর দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানায়। সে অনুযায়ী ছাত্ররা পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাবার আশায় নতুন ও ক্যাজুয়াল সিলেবাস থেকে পরিসংখ্যানের ৫টি অঙ্ক কষে। যথারীতি পরীক্ষা শেষ হয়। এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি বৈঠক করে। তবে সেই বৈঠক কোন সিদ্ধান্ত ছাড়া শেষ হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয় ছাত্রদের কল্যাণ হবে এমন সিদ্ধান্তই নেয়া হবে। ছাত্ররা পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়। ব্রজমোহন কলেজে ৫ মার্চ পরীক্ষার ফল আসে। তবে কলেজ বন্ধ থাকায় সোমবার সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা পার্ট-২-এর ফল জানতে পারে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় রহস্যজনকভাবে ১২৯ ছাত্রকে ফেল করিয়ে দিয়েছে। পাস করেছে গুটিকয়েক। যারা ফেল করেছে তাদের প্রথম ও তৃতীয় পত্রের মার্কস ৬০-৭৮-এর ঘরে। শুধু তাই নয়, সিলেবাস অনুযায়ী তত্ত্বীয় পরীক্ষার মার্কস ৭৫ কিন্তু প্রশ্নপত্রে এসেছে ৮০। একইভাবে সিলেবাস অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষার মার্কস ২৫। সে অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়া হলেও রেজাল্ট শীটে ব্যবহারিক মার্কস এসেছে ২০। ছাত্ররা ক্ষুব্ধ। তারা মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে ২০ মার্চ তাদের পার্ট-৩ পরীক্ষায় ফরম পূরণের তারিখ। সব মিলিয়ে তারা হতাশ। ফরম পূরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যারা পাস করেছে।